অনুবাদক : অনিন্দ্য অধিকারী
মূল রচনা : কাহ্‌লিল জিব্রান

পর্যটক

হাতে একটি দণ্ড এবং দীর্ঘ জোব্বা পরিহিত মানুষটার সঙ্গে যখন দেখা হল পথে, ব্যথার একটা অস্বচ্ছ পর্দায় যেন আবরিত ছিল তার মুখ। আমরা সম্ভাষণ করলাম পরস্পরকে। 'আমার গৃহে আসুন। আতিথ্য গ্রহণ করুন আমার।' বললাম মানুষটিকে।

এবং তিনি এলেন।

আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি মৃদু হাসলেন আর ওরাও পছন্দ করল এই নতুন অতিথিটিকে।

কাঠের মেঝেতে বসলাম আমরা আর আমাদের ভালো লাগছিল মানুষটাকে কারণ তিনি ছিলেন নীরব এবং অবোধ্য।

আহারান্তে সকলে জড়ো হলাম আগুনের ধারে আর আমি তাকে প্রশ্ন করলাম তাঁর পর্যটন বিষয়ে।

সেই সমস্ত রাত এবং তার পরদিনও তিনি বলে গেলেন তার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। এখন আমি বুঝতে পারি তা ছিল তার তিক্ততা-অজ্ঞাত, যদিও তার কথনে ছিল না কোনও কর্কশতা। আর এই কাহিনিগুলোর সব-ই ছিল তার চলার পথের ধুলো এবং স্থৈর্য সম্বন্ধীয়।

এবং তিন দিন পর যখন তিনি ত্যাগ করে গেলেন, আমাদের এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি যে কোনও অতিথি নিয়েছেন বিদায়; বরং এটাই মনে হয়েছিল যে আমাদের-ই কেউ যেন গিয়েছেন বৈকালিক ভ্রমণে এবং এখন-ও ফেরেননি গৃহে।

পারাবত-কথা

এক গভীর উপত্যকা থেকে সাত-শতাব্দী আগে সাতটি শ্বেতশুভ্র পারাবত উড়ে গিয়েছিল শুভ্র তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের অভিমুখে। যে সাতটি মানুষ লক্ষ করেছিল এই উড়ান তাদের-ই একজন বলে উঠেছিল 'সপ্তম পারাবতটির ডানায় একটি কৃষ্ণলাঞ্ছন দেখেছি আমি।'

সাত শতাব্দী পেরিয়ে আজ-ও সেই উপত্যকার মানুষ বলে শুভ্র তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের অভিমুখে উড়ে যাওয়া সাতটি পারাবতের কথা—যারা ছিল ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের।

বালুকাবেলায়

"জোয়ার-কালে এই কাষ্ঠদণ্ড দিয়ে সমুদ্রের বালুকাবেলায় কিছু লিখেছিলাম আমি; আজও মানুষ তা পড়ে আর সেই লিখন যাতে ধুয়ে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকে তারা।"

"বালুকাবেলায় আমিও লিখেছিলাম কিছু, কিন্তু তা ছিল ভাঁটার কাল; অসীম সমুদ্রের স্রোত মুছে দিয়ে গেছে তাকে। কিন্তু আমায় বলো, কি লিখেছিলে তুমি?"

উত্তরে প্রথম মানুষটি বললেন "লিখেছিলাম 'আমি-ই সে', তুমি কি লিখেছিলে বন্ধু?"

আর অন্য মানুষটি বললেন, "এই অনন্ত সমুদ্রের একটি জলবিন্দু মাত্র আমি, লিখেছিলাম এই কথা।"

সমারোহ

যখন শরৎ এসেছিল, আমি জড়ো করেছিলাম আমার সমস্ত বিষাদ আর তা পুঁতে দিয়েছিলাম আমারই উদ্যানে। বছরের চতুর্থ মাসে যখন ঋতুরাজ এলেন এই পৃথিবীকে বিবাহ করতে তখন উদ্যানের রাজকীয় ফুলগুলো উঠেছিল ফুটে।

প্রতিবেশীরা এসেছিল ফুলগুলোর ছোঁয়া পেতে আর তারা সকলে বলেছিল, "যখন শরৎ আবার ফিরে আসবে, যখন আসবে আবার বীজ-বপনের কাল তখন তুমি এই ফুলের বীজ দেবে তো আমাদের যাতে আমাদের উদ্যানও সেজে উঠতে পারে ফুলের সমারোহে?"